প্রথম আলো

তারিখ ... 05 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৮ ...

প্রভাষক পদে পাসকোর্স ডিগ্রিধারী

এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে

কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এক নতুন আইন করেছে সরকার। নতুন নিয়ম অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাসকোর্স ডিগ্রিধারীরা কলেজ ও মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। এমনকি এই দুটি স্তরের একটিতে দ্বিতীয় বিভাগ থাকলে শিক্ষাজীবনে একটি তৃতীয় বিভাগধারীরাও যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সরকারের এই সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে তা বিচার-বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

কলেজ ও মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য যদি অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী প্রার্থী পাওয়া না যেত বা এ ক্ষেত্রে যদি কোনো সংকট থাকত তবেই এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকে যৌক্তিক বলে ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী প্রার্থীর তো কোনো সংকট দেখা দেয়নি। ফলে বোঝা যায় কোনো মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও নিছক জনপ্রিয়তার স্বার্থেই সরকার এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে এ ধরনের কিছু করার সুযোগ আছে কি?

এমনিতেই বাংলাদেশের শিক্ষার মান ভালো নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তা নিম্নমুখী, সে অবস্থায় এই উদ্যোগ দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য কোনো শুভ ফল বয়ে আনবে বলে মনে হয় না।

কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে পাসকোর্স ডিগ্রিধারী অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা আগে নিয়োগ পেয়েছিলেন। কারণ ২০০০ সালের আগস্ট মাস থেকে পাসকোর্স ডিগ্রিধারীদের কলেজ-মাদ্রাসায় নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এর আগে পাসকোর্স ডিগ্রিধারী যারা নিয়োগ পেয়েছেন তারা এতদিন শিক্ষকতা করে একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং শিক্ষাদানে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। ফলে তাদের বিষয়টি অবশ্যই আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। তাদের চাকরি যাতে বজায় থাকে এবং যথাযথ সুযোগ-সুবিধা যাতে পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু নতুন করে পাসকোর্স ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য বলে ঘোষণা করা কোনো কাজের কথা হতে পারে না।

শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য যেখানে উদ্যোগের প্রয়োজন সেখানে এই উদ্যোগকে শিক্ষার মান নিম্নমুখী করার চেষ্টা বলেই ধরে নিতে হবে। অনেকে যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য হলেই তো আর নিয়োগ পাওয়া যাবে না, যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই নিয়োগ পেতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সুযোগ থাকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক অযোগ্য প্রার্থীও তখন নিয়োগ পেয়ে যাবে। ফলে শুরুতেই যদি প্রার্থীর মান একটি পর্যায় পর্যন্ত নির্ধারিত থাকে, তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও একটি নির্ধারিত মানের প্রার্থীরা নিয়োগ পাবেন।

আমরা মনে করি, ২০০০ সালের আগস্ট মাসে অনার্স ও মাস্টার্স ছাড়া কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা খুবই যৌক্তিক ও কার্যকর। সে অবস্থান থেকে সরে আসার বর্তমান সিদ্ধান্ত সুবিবেচনাপ্রসূত নয় বলে আমরা মনে করছি। আশা করছি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের স্বার্থে সরকার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে।